

THE NEW HOUSE

BLADEFREGA



নতুন বাড়ি

বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তারা সিদ্ধান্ত নিল Cosenza-তে থাকার।

সেখানেই আমার বাবা আনুষ্ঠানিকভাবে অবস্থান করতেন, আর Gillette সব কোম্পানির চিঠিপত্র আর সরঞ্জাম সেখানেই পাঠাত।

আমার মা তার প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় ছিলেন।

১৯৬০-এর দশকে কেউ আগে থেকে শিশুর লিঙ্গ জানত না।

তখনকার পরীক্ষাগুলো ছিল আক্রমণাত্মক, ঝুঁকিপূর্ণ, আর এমন এক শিশুকে নিয়ে জুয়া খেলতে কেউ রাজি ছিল না, যে তখনো জন্মায়নি।

আহাহাহাহ।

১৯৬৩ সালের বড়দিন এল।

Gillette আমার বাবার Reggio Calabria-তে বদলি অনুমোদন করল।

আমার মা খুশি হলেন।

তার সন্তান জন্ম নেবে সেই জায়গায়, যেটা তিনি সবচেয়ে ভালো চিনতেন।

তার শহর।

বাড়ির করিডোরে একটা কৌতুক ঘুরেফিরে আসত:

"কী দুর্ভাগ্য হতো যদি তারা আমার সন্তানের পরিচয়পত্র দেখে জানত যে সে Cosenza-তে জন্মেছে। আমার আত্মীয়রা কী ভাবত?" আহাহাহাহ।

তারা একটা অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে পেল, আমার দাদা-দাদির বাড়ি থেকে মাত্র দুইশো মিটার দূরে।

স্বাভাবিক ধারণা ছিল যে আমার মা, মাত্র সতেরো বছর বয়সী, কাছাকাছি পারিবারিক সহায়তা পাবেন।

হয়তো প্রয়োজনে কেউ শিশুটির দেখাশোনায় সাহায্য করতে পারবে।

কিন্তু জীবন সিদ্ধান্ত নিল অন্য এক খেলা খেলার।

মা আর মেয়ের সম্পর্ক ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

তার বাবা বিশ্বাস করতেন শিক্ষা মারধর দিয়ে সমাধান করা যায়।

সেটা কখনো কাজ করেনি।

একবারও না।

এমনকি পরে যখন আমার মা তার নিজের সন্তানদের ওপর একই পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করলেন, ফলাফল ছিল একই।

ব্যর্থতা।

তরুণী।

সুন্দরী।

আকর্ষণীয়।

আর পুরোপুরি এক শয়তান।

সকালের নাশতার আগেই তিনি একশোটা ধারণা ভাবতে পারতেন, আর রাতের খাবারের আগে আরও একশোটা কার্যকর করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আমার মা।

Teresa, আমার বোন, জন্মেছিল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে।

একটা মেয়ে।

কোনো আত্মীয় দেখা করতে ছুটে আসেনি।

বেশিরভাগ এসেছিল সপ্তাহ পরে।

প্রায় যেন একটা শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এটাই ছিল দক্ষিণ ইতালির এক শহরের সংস্কৃতি, যেখানে বিশ্বাস করা হতো সমাজের প্রকৃত সম্পদ হলো পুরুষ।

পুরুষ সন্তান।

সেই একই সমাজের লাগবে আরও ষাট বছর, বাস্তবতা যে ভিন্নভাবে কাজ করে তা আবিষ্কার করতে।

হয়তো আমার লেখাই এই বিষয়টা তুলে ধরেছিল।

সেটা বোঝা আরেকটা ব্যাপার।

যাই হোক, তেরো মাস পরে আমি এলাম।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি।

আর হঠাৎ Cosenza আর আশপাশের প্রতিটা গ্রাম থেকে তিন জ্ঞানী এসে হাজির হলেন।

একটা উদযাপন।

পুরুষ উত্তরাধিকারী এসে গেছে।

বংশধারা চলতে থাকবে।

আমার বাবা ছিলেন একজন উদ্যমী মানুষ। পরের আট বছরে আরও দশটা সন্তান সহজেই আসতে পারত।

তার বদলে হয়েছিল গর্ভপাত, একটার পর একটা।

আমার বাবা কনডম পছন্দ করতেন না কারণ তিনি দাবি করতেন সেগুলো তাকে অস্থির করে তোলে।

আমার মা অন্য একটা পদ্ধতি পছন্দ করতেন।

তিনি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতেন।

ডাক্তার সমস্যাটার সমাধান করে দিতেন।

এক বিকেলে আমার মা চুল বাঁধাতে গেলেন।

এমন জায়গায় যেমনটা সবসময় হয়, গোপন কথার আদান-প্রদান হলো।

কেউ একজন উল্লেখ করল যে বাড়িওয়ালির ছেলের বিয়ে হতে চলেছে, আর তারা আমাদের জায়গায় আরেকজন ভাড়াটে খুঁজছে।

আমার মা গণিতে খুব ভালো ছিলেন।

তিনি বাড়ি এলেন, আমার বাবাকে ডাকলেন, আর একটা সহজ সমীকরণ দিলেন।

"সাত দিনের মধ্যে, একটা নতুন বাড়ি কেনো। আমরা চলে যাচ্ছি।"

আমার বাবা মাসে মাত্র ৭,৫০,০০০ লিরা আয় করতেন।

কিন্তু আমার মায়ের ছিল একটা সেলাই-সরঞ্জাম আর পোশাকের দোকান।

আমার দাদাকে একটা ফোন কল, আর হঠাৎই টাকা এসে হাজির হলো।

সম্পত্তি দালাল আমার বাবাকে দেখাল একটা অমসৃণ, অসম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট। মালিকরা চাইছিল সাত মিলিয়ন লিরা।

আমার বাবার অ্যাকাউন্টে ছিল ঠিক সাত মিলিয়ন লিরা।

এক লিরাও বেশি নয়।

এক লিরাও কম নয়।

তিনি সেটা কিনলেন।

অ্যাপার্টমেন্টটার শুধু ভেতরের দেয়াল ছিল।

আর কিছু ছিল না।

কোনো সম্পূর্ণ কাঠামো ছিল না।

কোনো ঠিকঠাক সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

আমার মা তাকে খুন করতে চাইছিলেন।

"দরজা, জানালা আর বাথরুম ছাড়া আমরা ঘুমাব কোথায়, ভগবানের দোহাই?"

আমার বাবা হাসলেন।

"আমি Frega."

"১৯৭৩ সালের মে মাসের মধ্যে আমরা নতুন বাড়িতে থাকব।"

১৯৭৩ সালের মার্চে আরও দুজন Frega এসে হাজির হলো।

যমজ।

বছর পরে আমার বাবা বলতেন:

"কিন্তু আমি সময়মতো বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা কী করে ঢুকল, ভগবানের দোহাই?"

আর আমি সবসময় একই উত্তর দিতাম, যখন সবাই হাসত। "সমস্যাটা কখনো ঢোকা নয়, বাবা। ওই অংশটা সহজ।"

"সমস্যাটা হলো সময়মতো বেরিয়ে যাওয়া।"

"হয়তো তোমার সময়জ্ঞান গোলমেলে হয়ে গেছে।"

"তোমার Bulova ঘড়িটা কয়েক সেকেন্ড পিছিয়ে চলছে।"

আহাহাহাহ।

তিনি কখনো ব্যাংক থেকে ধার নেননি।

কোনো বন্ধকী ঋণ নেই।

কোনো ঋণ নেই।

বন্ধুরা আর যারা তাকে চিনত তারা ধারে টাকা দিয়েছিল।

আর তিনি কখনো নিজের কথার বরখেলাপ করেননি।

১৯৭৩ সালের ৩০ মে আমরা উঠে এলাম।

মূলত আমার বাবা আর আমিই সেই স্থানান্তরের বেশিরভাগ কাজ সামলেছিলাম।

দুই দিন ধরে আসবাবপত্র বহন করার পর, আমি আট বছর বয়সে একাই একটা ওয়াশিং মেশিন তিনতলা বেয়ে টেনে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমরা অবশেষে আমাদের নিজেদের বাড়িতে ছিলাম।

কেউ কখনো আমাদের বের করে দিতে পারবে না।

অস্তুত এটাই ছিল তত্ত্ব।

বছর পরে আমার বাবা-মা মারা গেলেন, আর আমার এক ভাই সবকিছুর দখল নিতে সক্ষম হলো।

কিন্তু সেটা আরেকটা গল্প। বিদায়, বাবা।